তদবিরতন্ত্র ভেঙে স্বচ্ছতার পথে চবির শিক্ষক নিয়োগ

রায়হান উদ্দিন, চট্টগ্রাম
২৮ জুলাই ২০২৫, ১২:০০ এএম

দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, আত্মীয়প্রীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি)। মন্ত্রী, এমপি কিংবা প্রশাসনের প্রভাবশালী হর্তাকর্তাদের সুপারিশই নিয়োগের প্রধান নিয়ামক হয়ে দাঁড়াত। তবে শিক্ষক নিয়োগে এই 'তদবিরতন্ত্র' ভাঙার উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান প্রশাসন। নতুন নীতিমালায় তিন ধাপের পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ চালু করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। নিয়োগের আগে লিখিত, প্রেজেন্টেশন ও মৌখিক ধাপে উত্তীর্ণ হতে হবে প্রতিযোগীদের। এরই মধ্যে তিনটি বিভাগে এই নতুন পদ্ধতিতে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ গত শনিবার ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছে লিখিত পরীক্ষা।

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম এত বিস্তৃতভাবে নিয়োগ পরীক্ষার পদ্ধতি চালু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা বলছেন, তিন ধাপে শিক্ষক নিয়োগ হলে যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের জন্য একটি স্বচ্ছ প্রতিযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে নামমাত্র মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ হতো। এতে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি এবং পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ছিল সাধারণ। প্রার্থী নির্বাচনে যোগ্যতার চেয়ে রাজনৈতিক পরিচয়, প্রভাবশালী আত্মীয়তা কিংবা প্রশাসনিক ঘনিষ্ঠতা বড় হয়ে উঠত। মন্ত্রী, এমপি, স্পিকার, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের আত্মীয়দের নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ বহুবার উঠেছে। ফলে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীরা প্রায়শই উপেক্ষিত থাকতেন। তবে ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পান অধ্যাপক ড. ইয়াহ্ইয়া আখতার। এরপর থেকে তিনি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনটি ধাপে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

এ বিষয়ে উপাচার্য ইয়াহ্ইয়া আখতার বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে নেওয়ার পর বুঝতে পারি, শিক্ষক নিয়োগ সঠিক পদ্ধতিতে হচ্ছে না। অনেক প্রশ্ন উঠেছে নিয়োগকে ঘিরে। যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত না হওয়ায় আমরা কোয়ালিটি গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে পারছি না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত

নিই, সরকারি নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা না করে নিজস্বভাবে নীতিমালা সংস্কার করব।

তিনি জানান, ২০২৫ সালের ৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ৫৫৮তম সিন্ডিকেট সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালায় গুরুত্বপূর্ণ রদবদল আনা হয়। নতুন নীতিমালায় আবেদনকারীদের প্রথম ধাপে অংশ নিতে হয় ৫০ নম্বরের এক ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষায়। তাতে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ নম্বর পাওয়া প্রার্থীদেরই ডাকা হয় প্রেজেন্টেশন ও মৌখিক পরীক্ষায়।

ইস্ট-ডেল্টা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ সিকান্দার খান আমাদের সময়কে বলেন, যখন যোগ্যতার বদলে পরিচয়, প্রভাব কিংবা তথাকথিত পছন্দের তালিকা দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ হয়, তখন সেই প্রতিষ্ঠান থেকে উৎকৃষ্ট শিক্ষার্থী বেরিয়ে আসবে নাÑ এটাই বাস্তবতা।